

তারিখঃ ২২ পৌষ ১৪৩২
০৬ জানুয়ারি ২০২৬

আদেশ নং-২

সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর বিভিন্ন বিধান লংঘনের প্রেক্ষিতে উক্ত আইনের ১০৮ ও ১১৩ ধারায় চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখা আছে। ১০৮ ধারা প্রয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কে সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ এর ১৬১ নং বিধিতে বলা আছে, তবে ১১৩ ধারা প্রয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কে উক্ত বিধিমালায় সুস্পষ্ট কোনো বিধান নেই। বর্তমানে ট্রাফিক/হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক চালকের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা মূলত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ১০৮ ধারা এবং সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ এর ১৬১ নং বিধির সমন্বিত প্রয়োগ। সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ১০৮(১) ও (২) ধারায় উক্ত আইনের কতিপয় ধারার বিধান লংঘনের অপরাধে চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে নির্ধারিত পরিমাণ জরিমানা আরোপের বিধান রাখা আছে এবং সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ এর ১৬১ নম্বর লংঘনের অপরাধে চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে নির্ধারিত পরিমাণ জরিমানা আরোপের বিধান রাখা আছে এবং সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ এর ১৬১ নম্বর লংঘনের অপরাধে চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে নির্ধারিত পরিমাণ জরিমানা আরোপের বিধান রাখা আছে এবং সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ এর ১৬১ নং বিধি অনুসরণপূর্বক ট্রাফিক/হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট এখতিয়ারাধীন আদালতে অভিযোগ দায়ের করা হয় না।

সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা ১০৮(৩) উপ-ধারায় বলা আছে যে, “উপ-ধারা (২) এর অধীন আরোপিত জরিমানার অর্থ প্রদান করা না হইলে, যে স্থানে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, উক্ত এলাকার আঞ্চলিক এখতিয়ারসম্পন্ন পুলিশ সুপার বা ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটান এলাকার ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ (ট্রাফিক), বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো পুলিশ কর্মকর্তা, বা যথাযথ অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর অপরাধীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে অভিযোগ দায়ের করিবেন”।

লক্ষণীয় যে, এই উপ-ধারায় বলা হয়নি যে, জরিমানার অর্থ প্রদান করা না হলে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন, বরং বলা হয়েছে যে ‘দায়ের করিবেন’। অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা মামলা দায়ের করতে বাধ্য, এটি তার যেকোনো (Discretionary) বিষয় নয়। আইনে প্রদত্ত সময় অতিবাহিত হলেই বিষয়টি আদালতের এখতিয়ারাধীন বিষয় হয়ে যায়। নির্ধারিত তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর ট্রাফিক/হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক অভিযুক্ত চালকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা না নেওয়ার অর্থ হচ্ছে আদালতের এখতিয়ারের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা।

এমতাবস্থায়, The Code of Criminal Procedure, ১৮৯৮ এর ২৫ ধারায় ক্ষমতাবলে পাবনা জেলার জাস্টিস অব দি পিস (Justice of the Peace) হিসাবে এই নির্দেশনা জারি করা হলোঃ-

(১) সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ১০৮(৩) ধারা এবং সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ এর ১৬১ নম্বর বিধি মতে, ট্রাফিক/হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক কোনো চালকের বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ করা হলে এবং নির্ধারিত তারিখের মধ্যে অভিযুক্ত কর্তৃক জরিমানা পরিশোধ করা না হলে পরিশোধের তারিখ অতিবাহিত হওয়ার ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে আইনানুগ সকল পদ্ধতি অনুসরণ করে অবশ্যই এখতিয়ারাধীন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা/অভিযোগ দায়ের করতে হবে।

(২) অভিযুক্ত চালকের ঠিকানা পাবনা জেলার বাইরে হলে এবং উক্ত ঠিকানা যাচাই বাছাই করার ক্ষেত্রে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে সন্তব না হলে সংশ্লিষ্ট আমলী আদালতের বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটকে উক্ত বিষয়টি অবহিত করে এবং অভিযুক্ত চালকের বিরুদ্ধে মামলা/অভিযোগ চলমান আছে মর্মে সংশ্লিষ্ট আদালতকে সন্তুষ্ট করে তার নিকট থেকে যৌক্তিকভাবে সময় বর্ধিত করে নিতে হবে।

(৩) সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ ও সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ এ উল্লিখিত আদালত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতীপালন করতে হবে। Criminal Rules and Orders এর বিধান মতে ট্রাফিক/হাইওয়ে থানা পরিদর্শনকালে উপযুক্ত বিধানসমূহের ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে, অথবা অন্য কোনোভাবে উপযুক্ত বিধানসমূহের ব্যত্যয় আদালতের গোচরে আসলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করানো হোক।

স্বাক্ষরিত/-

(মো: জাহাঙ্গীর হোসেন)

চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট

পাবনা।

ফোন নম্বর-০২৫৮৮৮৪২৯০৫

Email:cjmcourt-pabna@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এর কার্যালয়
পাবনা।
(প্রশাসন শাখা)
<https://pabna.judiciary.gov.bd>

তারিখঃ ২২ পৌষ ১৪৩২
০৬ জানুয়ারি ২০২৬

স্মারক নং-সিজেএম/পাব-২-২৮(২)

সদয় জ্ঞাতার্থে

১। মাননীয় সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ
পাবনা।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। পুলিশ সুপার, পাবনা।

২। বিজ্ঞ অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, পাবনা।

৩। বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-১, ২, ৩ ও ৪, পাবনা।

৪। বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-১, ২, ৩ ও ৪, পাবনা।

৫। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, জেলা আইনজীবী সমিতি, পাবনা (আইনজীবীদের মাঝে প্রচারের অনুরোধসহ)।

৬। কোর্ট ইন্সপেক্টর এবং ট্রাফিক ইন্সপেক্টর (প্রশাসন), পাবনা।

৭। অফিসার ইনচার্জ, সকল থানা, পাবনা।

৮। অফিসার ইনচার্জ, হাইওয়ে থানা মাধপুর ও হাইওয়ে থানা পাকশী।

৯। অফিস কপি/নোটিশ বোর্ড/ওয়েব সাইটে প্রচারের নিমিত্ত।

(মো: জাহাঙ্গীর হোসেন)

চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট

পাবনা।